ঝিনাইদহ-২ আসনে দলীয় মনোনয়ন হোল্ড থাকায় বিএনপি’র নেতাকর্মীরা উদ্বেগ উৎকন্ঠায়

ঝিনাইদহ -২(ঝিনাইদহ সদর-হরিণাকুণ্ডু) আসন ঘিরে বিএনপির নেতা কর্মীদের মাঝে উদ্বেগ উৎকন্ঠা বিরাজ করছে । আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসাবে ২৩৭ জনের নাম ঘোষনা করা হয়েছে।

৩ নভেম্বর বিকালে বিএনপির গুলশান কার্যালয় থেকে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। উক্ত তালিকায় ঝিনাইদহ-২ আসনে কারও নাম ঘোষণা কর হয়নি ফাঁকা রাখা হয়েছে। স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকার পতনে যুগপৎ আন্দোলনে গণঅধিকার পরিষদের ভুমিকা ছিল অন্যন্য ।

সেই সূত্রে জোটের প্রার্থী হিসেবে নুরুল হক নুর এবং রাশেদ খাঁন আলোচনায় রয়েছে। জোটের স্বার্থ বিবেচনায় গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁনকে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে প্রার্থী করা হতে পারে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঝিনাইদহে নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে এবং বিএনপির নেতা কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকন্ঠার জন্ম দিয়েছে। তারা মনে করেণ এ আসনটি যদি গণঅধিকার পরিষদকে ছাড় দেয়া হয় তাহলে ঝিনাইদহে বিএনপিতে নানা সংকট সৃষ্টি হতে পারে।

তৃণমূলের নেতাকর্মীদের দাবী, দীর্ঘ ১৭ বছর তারা বর্তমান জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ এম.এ মজিদের নেতৃত্বে আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছেন। হামলা, মামলা ও জেল জুলুমের শিকার হয়েছেন। তিনি দলের নিবেদিত প্রাণ ও ত্যাগী নেতা। তাকে মনোনয়ন না দিলে তারা নির্বাচনী মাঠে থাকবে না। দলীয় মনোনয়নকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের কর্মীরা ইমেজ সংকটে পড়তে পারে। এতে লাভবান হতে পারে জামায়াত বা অন্য স্বতন্ত্র পার্থীরা। পক্ষান্তরে বিএনপির ঘাটি বলে পরিচিত এ আসনটি বিএনপির হাত ছাড়া হতে পারে বলে আশংকা করছেন তারা।

জেলা বিএনপির যুগ্মসাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল মাখন বলেন, যুগপৎ আন্দোলনে কেন্দ্রীয় ভাবে গণঅধিকার পরিষদের ভুমিকা থাকলেও ৫ আগষ্টের আগে ঝিনাইদহে তাদের কোন ভুমিকা ছিল না। এমনকি দলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানের নাম ৫ আগষ্টের আগে ঝিনাইদহের মানুষ

জানতো না। নির্বাচনী এলাকায় তার তেমন কোন পরিচিতি নেই।

জেলা বিএনপির একাধিক শীর্ষ নেতা বলেছেন, কেন্দ্রীয় ভাবে দল যদি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়ে এ আসনটি শরীক দলের ছেড়ে দেয় তাহলে আগামীতে দলীয় মিছিল মিটিং বা আন্দোলনে নেতা কর্মী খুঁজে পাওয়া যাবে না । সে ক্ষেত্রে দলীয় মনোনয়ন না পেলে দলের মধ্যে শৃংখলা ভঙ্গ হবে।

ঝিনাইদহ সদর-২ আসন হোল্ড করে রাখার বিষয়ে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান জানান, বিএনপির সাথে আমরা ২০২২ সাল থেকে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে একসাথে কাজ করেছি। সে ক্ষেত্রে সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। যুগপৎ আন্দোলনে যারা ছিল তাদের সাথে পজেটিভ ভাবে একসাথে ইলেকশন করার আলোচনা চলছে। এটা এখন পর্যন্ত চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ঝিনাইদহ-২ আসনে কোন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি না হয় এর জন্য চিঠি দিয়েছিল। শুধু এই আসন হোল্ড করে রেখেছে এ রকমও না। যুগপৎ আন্দোলনের আরো যারা অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ আছে সেখানেও হোল্ড করে রেখেছে। এ বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা চলছে। চুড়ান্ত হলে জানাবো।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ এম,এ মজিদ বলেন, ১, ২ও ৪ দলীয় সিদ্ধান্তে প্রার্থী চুড়ান্ত। তবে রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে ডিক্লেয়ার করা হয়নি । তিনি আরো বলেন, ঝিনাইদহ সদর-২ আসনটি দলীয় হেড কোয়ার্টার। এ আসনে বিএনপি দলীয় প্রার্থীকেই মনোনয়ন দেবে। এ আসনে অন্য কোন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিলে বিএনপি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এঘটনায় তৃণমূল পর্যায় নেতাকর্মীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ঝিনাইদহে লাগেজভ্যানের স্প্রিং ভেঙে ট্রেন চলাচল ব্যাহত

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনে ট্রেনের লাগেজভ্যানের স্প্রিং ভেঙে প্রায় এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। এতে ট্রেনের সিডিউলে সাময়িক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

বুধবার (৫নভেম্বর) দুপুরে খুলনা থেকে চিলাহাটিগামী রকেট মেইল ট্রেনটি কালীগঞ্জ সীমান্তে প্রবেশ করার পর পেছনের লাগেজভ্যানে চাকার সমস্যা দেখা দেয়। দুপুর ১২টা ৩ মিনিটে মোবারকগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন থামানোর পর চাকার স্প্রিং ভেঙে যাওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করা হয়। পরবর্তীতে লাগেজভ্যানে থাকা মালামাল সরিয়ে বগির ওপর রাখা হয় এবং প্রয়োজনীয় মেরামত শেষে দুপুর ১টা ১৮ মিনিটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ট্রেনের চালক আমিনুল ইসলাম বলেন, “খুলনা থেকে ট্রেন ছাড়ার পর কালীগঞ্জ সীমান্তে ঢোকার সময় পেছনের লাগেজভ্যানের চাকায় সমস্যা টের পাই। মোবারকগঞ্জ স্টেশনে থামিয়ে দেখি স্প্রিং ভেঙে গেছে। পরে মালামাল সরিয়ে নিরাপদে ট্রেনটি আবার চালু করি।”

ঝিনাইদহ দুই শিক্ষার্থীকে ওমরাহ হজে পাঠাবে মাদ্রাসা

মাত্র ১০ ও ১৬ মাসে পবিত্র কোরআন হিফজ সম্পন্ন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ঝিনাইদহ আল-কলম হিফয মাদ্রাসার দুই শিক্ষার্থী।

তাদের এই অসাধারণ অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ পুরস্কার হিসেবে ওমরাহ হজে পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে। হিফজ সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা হলেন মিয়া মোহাম্মদ মোস্তফা (১১) ও তানভীর মাহমুদ ইফাদ (১১)। মিয়া মোহাম্মদ মোস্তফা ঝিনাইদহের আল-কলম হিফয মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। তিনি ২০২৪ সালের মে মাসে হিফজ শুরু করেন এবং অসুস্থতা জনিত কারণে চার মাস বিরতি থাকা সত্ত্বেও মাত্র ১০ মাস ১৮ দিনে পুরো কোরআন মুখস্থ সম্পন্ন করেন। তাঁর বাড়ি মাগুরা সদর উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের উপশহর পাড়ায়। পিতা মিয়া মোহাম্মদ হাসান জাকির একজন ব্যবসায়ী। অন্য শিক্ষার্থী তানভীর মাহমুদ ইফাদ একই মাদ্রাসার ছাত্র। তিনি ১৬ মাসে কোরআন হিফজ সম্পন্ন করে সাফল্যের সাথে তা শেষ করেন। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার লক্ষীকোল গ্রামের কে. এম. তিতুর ছেলে তিনি।

এউপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদাণ ও

সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, ইসলামী ফাউন্ডেশনে উপ-পরিচালক রেজাউল করিম, আল-কলম ফাউন্ডেমনের চেয়ারম্যান শায়খ মুহাম্মদ সাইদুর রহমানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, স্বল্প সময়ের মধ্যে পুরো কোরআন হিফজ করা অত্যন্ত কঠিন ও বিরল অর্জন। এই দুই শিক্ষার্থীর অধ্যবসায় ও মনোযোগ অন্য শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

মাদ্রাসার পরিচালক শায়খ মুহাম্মদ সাইদুর রহমান বলেন, “তাদের এই অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ মাদ্রাসার পক্ষ থেকে ওমরাহ হজে পাঠানো হবেÑযাতে তারা আল্লাহর ঘরে গিয়ে শুকরিয়া আদায় করতে পারে।” এই অর্জনে শিক্ষার্থীদের পরিবার ও স্থানীয় এলাকাবাসীর মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেছে।

মহেশপুরে আলমসাধুর ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক কলেজ ছাত্র নিহত

ঝিনাইদহের মহেশপুরে মোটরসাইকেল ও আলমসাদুর মুখোমুখি সংঘর্ষে সজীব হোসেন (১৭) নামে এক কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার অনন্তপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সজীব হোসেন উপজেলার লড়াইঘাট মাঠপাড়া গ্রামের সানোয়ার খানের ছেলে। তিনি পদ্মপুকুর ডিগ্রি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে সজীব মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে কলেজে যাচ্ছিলেন। পথে অনন্তপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লাটা হাম্বা (আলমসাধুর) গাড়ির সঙ্গে তার মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সজীব গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহনটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

ঝিনাইদহে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে ১৫ জন আহত

ঝিনাইদহে সামাজিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সকালে সদর উপজেলার কলামনখালী বাজারে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে জেলা বিএনপি সহ-সভাপতি ও কলামনখালী গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদ চৌধুরী এবং বিএনপি নেতা মাসুদ জোয়ার্দারের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। বেশ কয়েকদিন যাবত কলামনখালী গ্রামে উভয় পক্ষের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এর জের ধরে সোমবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে আসাদ চৌধুরীর ৮ জন এবং মাসুদ জোয়ার্দারের পক্ষের ৭ জনসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হন।

আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা গুরুতর। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, সামাজিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে রাতের আধারে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকতি

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় রাতের আঁধারে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে উজ্জ্বল বিশ্বাস নামের এক কৃষকের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল রবিবার ভোররাতের দিকে উপজেলার বেড়বাড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। উজ্জ্বল বিশ্বাস ওই গ্রামের মৃত আব্দুল গণি বিশ্বাসের ছেলে।

উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, আনুমানিক রাত সাড়ে ৩ টার দিকে আমার স্ত্রী ঘরের দরজা খুলে বাথরুমে যায়। সে সময় ৫ থেকে ৬ জন মুখোশধারী ডাকাতদল আমার ঘরে প্রবেশ করে। তারা অস্ত্রের মুখে আমাকে ও আমার স্ত্রী-সন্তানকে জিম্মি করে ফেলে। সে সময় আমার ঘরে থাকা নগদ ৫ হাজার টাকা, দুইটি মোবাইল ফোন ও সাড়ে তিন ভরি স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যায়।

তিনি অভিযোগ করেন, ঘটনার পর শৈলকুপা থানা-পুলিশকে একাধিক বার জানালেও তারা আমার বাড়িতে আসেনি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহফুজ হোসেন বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

ঝিনাইদহে সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি-অনিয়মের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে এক দুর্নীতিগ্রস্থ ইউএনও’র পদায়ন ও সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি-অনিয়মের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (২ নভেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র ঐক্য। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতৃবৃন্দ, ইসলামী ছাত্রশিবির, ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সাবেক আহ্বায়ক আবু হুরাইরা, সদস্য সচিব সাইদুর রহমান, ইসলামী ছাত্রশিবির শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক মাসুদ পারভেজ, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সহ-সভাপতি এম আব্দুর রহমান, কেসি কলেজ শিবিরের সভাপতি মাহবুবুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, ছাত্র-জনতার বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির অভিযোগে অভিযুক্ত বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুদীপ্ত কুমার সিংহকে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে বদলি করা হয়েছে। এতে আপত্তি জানিয়ে বক্তারা বলেন, স্বৈরাচারের দোসর ও দুর্নীতিবাজ কোন কর্মকর্তাকে ঝিনাইদহে যোগদান করতে দেওয়া হবে না। এছাড়াও সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধের দাবী জানানো হয়েছে মানববন্ধন থেকে।

ঝিনাইদহে বউমার পরকীয়ার জেরে শ্বশুর হত্যা, প্রেমিকসহ গ্রেফতার ২

ঝিনাইদহ সদরে বউমার পরকীয়ার জেরে শ্বশুর ইসহাক আলী (৭০) কে হত্যা করা । এই হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী তার বেটার বউ ও তার প্রেমিকসহ ২ আসামিকে ১৬ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গত বৃহস্পতিবার সকালে মাঠ থেকে হাত-পা ও গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায়

ইসহাক আলীর লাশ উদ্ধার করে।

ঘটনার ১৬ ঘণ্টার মধ্যেই হত্যা মামলার মূল আসামি রওশন আলী ও প্রেমিকা নয়ন তারাকে আটক করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

গ্রেফতারকৃত রওশন আলী হরিণাকুন্ডু উপজেলার হিঙ্গারপাড়া গ্রামের হায়দার আলীর ছেলে এবং নয়ন তারা নিহত ইসহাক আলীর ছেলে মিলনের স্ত্রী।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই আনিসুর রহমান জানান, নিহতের ভাই মিক্কাস আলী বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। পরে তথ্যপ্রযুক্তি ও গোয়েন্দা সূত্রে মূল আসামিকে শনাক্ত করে শনিবার রাতেই গ্রেফতার করা হয়।

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রওশন আলী হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তদন্তে জানা গেছে, নিহত ইসহাক আলীর ছেলে মিলনের স্ত্রীর সঙ্গে রওশন আলীর দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিষয়টি জানতে পেরে শ্বশুর ইসহাক আলী বাধা দেয়, ওই সম্পর্ক গোপন রাখতে তাকে হত্যা করা হয় বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে।

ডাকবাংলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আনিসুর রহমান বলেন, ঘটনাটি পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা পাওয়া গেছে। বিস্তারিত তদন্ত শেষে পুরো ঘটনা সম্পর্কে জানা যাবে।

এদিকে শুক্রবার সকালে নিহতের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঝিনাইদহে জামায়াতের কার্যালয় থেকে সরকারি প্রণোদনার সার-

বীজ উদ্ধার

ঝিনাইদহের এক ইউনিয়ন জামায়াতের কার্যালয় থেকে মজুদ রাখা সরকারি প্রণোদনার সার-বীজ উদ্ধার করেছে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তারা।

গতকাল শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে সদর উপজেলার সুরাট বাজারে সুরাট ইউনিয়ন জামায়াতের কার্যালয়ে এই অভিযান পরিচালনা করে কৃষি বিভাগ।

জানাগেছে, গত ১৬ অক্টোবর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রায় ৫হাজার কৃষকের মধ্যে সরকারি প্রণোদনার সার-বীজ বিতরণ করা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে। শুক্রবার রাত ১১টার দিকে সার-বীজ না পাওয়া কৃষকরা জামায়াত ইসলামীর দলীয় কার্যালয়ে সার-বীজের মজুদের খবর পেয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। বিক্ষোভের খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে অভিযান চালায় কৃষি বিভাগ।

স্থানীয় কৃষক নাসির মন্ডল বলেন, উপজেলা থেকে কৃষকদের জন্য বিতরণকৃত প্রণোদনার সার-বীজ ইউনিয়ন জামায়াতের কার্যালয়ে মজুদ করে রাখা হয়। সরকারি তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তারা সার পাচ্ছে না। এই কার্যালয়ে আরও অনেক সার-বীজ মজুদ ছিল। জামায়াতের নেতারা তাদের পছন্দমতো লোকদের মধ্যে এসব সার বিতরণ করছে কয়েকদিন ধরে।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর ই নবী বলেন, শুক্রবার রাতে সংবাদ পেয়ে সুরাট ইউনিয়নের সুরাট বাজারে ইউনিয়ন জামায়াত ইসলামীর দলীয় কার্যালয় থেকে ৫০০ কেজি ডিওপি, ৫০০ কেজি এমওপি, ৮ কেজি সরিষার বীজ ও ১৯ কেজি মসুরের বীজ জব্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্যেকের জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই করে তালিকায় স্বাক্ষর করে সার-বীজ বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু জামায়াত ইসলামীর দলীয় কার্যালয়ে কিভাবে প্রায় ৩০ জন কৃষকের সার-বীজ মজুদ রয়েছে সেটা তদন্ত করে দেখা হবে। তার পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর ইকবাল হোসেন বলেন, কৃষকরা এখানে তাদের ভাগের সার-বীজ রেখে গেছে। পরে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।এবিষয়ে জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা জামায়াতের আমির আলী আজম মোঃ আবু বকর বলেন, কৃষকদের বরাদ্ধ পাওয়া সার ও বীজ একসাথে পাওয়ার কারণে সবাই মিলে নিয়ে এসে জামায়াত অফিসে রেখেছে বন্টন করে

নেওয়ার জন্য। এই অভিযান উদ্দেশ্যমূলক এবং অভিযোগ ভিত্তিহিন।

ঝিনাইদহে জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন

‘সাম্য ও সমতায় দেশ গড়বে সমবায়’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। জেলা সমবায় বিভাগের আয়োজনে শনিবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি বিভিন্ন স্থান ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সভাপতি জাহিদুজ্জামান মনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহফুজুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা সমবায় কর্মকর্তা জাফর ইকবাল।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সমবায়ের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক মানুষ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে। সঠিক পরিকল্পনা ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনায় সমবায় খাত এগিয়ে গেলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলেও বক্তারা মত দেন।